দৈনিক সংবাদ

DEC. 3 1 2001

তারিখ …
পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষক ও রাজনীতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিতে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজনীতিতে না জড়ানোর জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বলতে চাই- বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং দলীয় রাজনীতিকে এক সাথে গুলিয়ে ফেলায় শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে রাজনীতি করা যদি সকল নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হয় তবে শিক্ষকদেরকে রাজনীতির সঙ্গে না জড়ানোর পরামর্শ দেয়া ঠিক হচ্ছে কি না। একজন রাজনীতি সচেতন মানুষের রাজনীতির জন্য চিন্তা করা, মন্তব্য করা বা লেখালেখি করা নাগরিক অধিকার। কোনো সরকারই তার কাছ থেকে এই নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। করলে সেটা হবে অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশেও শিক্ষকদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে।

সেটা না হয় হলো; কিন্তু শিক্ষকতা পেশায় থেকে দলীয় রাজনীতি এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি করার ফলে শিক্ষা এবং ছাত্রের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা কি কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য? একজন শিক্ষক যদি সরাসরি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন তবে তিনি যত ভালো এবং নীতিবান শিক্ষক হোন না কেন তার পক্ষে সকল ছাত্রের প্রতি সমভাবে সুবিচার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তার নিজের দলের বা দল সমর্থক ছাত্রের প্রতি তার সহানুভূতি থাকবেই এবং সেটা শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে প্রতিফলিত হবেই। এর প্রত্যক্ষ কুফল হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, গ্রুপিং। এমনকি এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্যে ছাত্র ক্যাডারদের ব্যবহারের ঘটনাও রয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটাই ঘটতে দেখা যায়। শুধু যে সহানুভূতি এবং পক্ষপাতিত্ব হতে পারে তাই নয়; এমনকি শিক্ষক-ছাত্রের দলীয় রাজনীতির চোরাপথ দিয়েই ক্যাম্পাসে অস্ত্র এবং সন্ত্রাস জায়গা করে নিচ্ছে অনায়াসে। দুর্নীতি বিস্তার করছে তার শাখা-প্রশাখা। শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে দেখা যায়, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন উপাচার্যের পদ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ক্যাম্পাসের সর্বত্র সরকারিদলের শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ক্যাম্পাস থাকে সরকারিদল সমর্থক ক্যাডার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। স্বাভাবিকভাবেই এই ক্যাডার বাহিনী এবং তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে দলীয় শিক্ষকদের কোনো ভূমিকা নিতে দেখা যায় না।

এখন যে ক্যাম্পাসগুলো শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন হিসেবে পরিচিত না হয়ে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে সেটা তো আর এমনি এমনি হয়নি। এখন বিবেচনা করার সময় এসেছে— একজন শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব কোনটা, শিক্ষকতা করা না নাগরিক অধিকার বলে দলীয় রাজনীতি করা। আমরা কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারের বিরোধী নই, এমন কি শিক্ষকেরও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে বলে মনে করি; কিন্তু সেই অধিকার শিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা উচিত কিনা সেটা বিবেচনা করার সময় এসে গেছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই শিক্ষকরা এমন সরাসরি রাজনৈতিক দল করেন না বা করতে পারেন না। সব সভ্য ও উন্নত দেশে এটাকে নৈতিকতাবিরোধী বলে ধরা হয়। আমাদের দেশেও করতে দেয়া উচিত নয়। শিক্ষকের প্রথম এবং শেষ আনুগত্য থাকতে হবে তার পেশার প্রতি, দলীয় রাজনীতির প্রতি নয়।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের রাজনীতির সঙ্গে না জড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তার বক্তব্যের যথার্থ এবং আন্তরিক বাস্তবায়ন আমরা তখনই আশা করতে পারব যদি তিনি তার দল সমর্থক 'সাদা গ্রুপের' সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পুরনোদের বাতিল ও স্বদলীয় লোকদের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ করে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার আহ্বান